রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ আশ্বিন ১৪২২/২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নম্বরঃ ৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৫.২৫১—গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলাম এবং হাইকোর্ট বিভাগের সাবেক বিচারপতি, বিচারপতি মো. আওলাদ আলি নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালত (Permanent Court of Arbitration)-এর সদস্যপদ লাভ করেছেন। তাঁরা উভয়েই সর্বসম্মতভাবে ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছয় বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এই প্রথমবারের মত বাংলাদেশের কোন নাগরিক স্থায়ী সালিশি আদালতের সদস্য হলেন। ১১৭টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত এ আদালত বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। উল্লেখ্য, এই আদালতেই বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যকার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিল।

২। বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ আপিল বিভাগে বহাল রাখেন। তিনি ছিলেন সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের যুগান্তকারী রায় প্রদানকারী বিচারকগণের অন্যতম। বিচারপতি মো. আওলাদ আলি বাণিজ্যিক সালিশ-সংক্রান্ত বহু মামলা সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পত্তি করেছেন।

৩। হেগে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালতের মত একটি খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের বিচারকগণের এই নিযুক্তি বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের গভীর সম্পৃক্ততার পরিচায়ক। এই সদস্যপদ প্রাপ্তি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

বিশ্ব-সম্প্রদায়ের অবিচল আস্থার প্রতিফলন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও সর্বসম্মতভাবে বাংলাদেশের দু'জন বিচারপতির এ নির্বাচন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মর্যাদা আরও সমুন্নত ও সুসংহত করেছে। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলাম ও বিচারপতি মো. আওলাদ আলিকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৬ আশ্বিন ১৪২২/২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৪। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উল্লিখিত প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা: ০৬ আশ্বিন ১৪২২ / ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলাম এবং হাইকোর্ট বিভাগের সাবেক বিচারপতি, বিচারপতি মো. আওলাদ আলি নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালত (Permanent Court of Arbitration)-এর সদস্যপদ লাভ করেছেন। তাঁরা উভয়েই সর্বসম্মতভাবে ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছয় বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এই প্রথমবারের মত বাংলাদেশের কোন নাগরিক স্থায়ী সালিশি আদালতের সদস্য হলেন। ১১৭টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত এ আদালত বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। উল্লেখ্য, এই আদালতেই বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যকার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিল।

বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ আপিল বিভাগে বহাল রাখেন। তিনি ছিলেন সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের যুগান্তকারী রায় প্রদানকারী বিচারকগণের অন্যতম। বিচারপতি মো. আওলাদ আলি বাণিজ্যিক সালিশ-সংক্রান্ত বহু মামলা সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পত্তি করেছেন।

হেগে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালতের মত একটি খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের বিচারকগণের এই নিযুক্তি বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের গভীর সম্পৃক্ততার পরিচায়ক। এই সদস্যপদ প্রাপ্তি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি বিশ্ব-সম্প্রদায়ের অবিচল আস্থার প্রতিফলন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও সর্বসম্মতভাবে বাংলাদেশের দু'জন বিচারপতির এ নির্বাচন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মর্যাদা আরও সমুন্নত ও সুসংহত করেছে। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলাম ও বিচারপতি মো. আওলাদ আলিকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd